

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
১৬/৭ ০৪/০৮	২৭/৭	৫৯১ ১১৩৬	২৩/৫/৭৭ ৮-১২	

“চোরের উপর বাটপাড়ি।”

OR

RIGHTLY SERVED,

AN

EXTRAVAGANZA IN ONE ACT,

BY AN ACTOR.



গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েট্রে অভিনীত।

শ্রী চন্দ্র কুমার দাস দ্বারা প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৭/১১/২০০৩

DEDICATION,

THIS LITTLE PIECE

IS

DEDICATED

TO

BU BHOOBON MOHUN NEWGY,

PROPRIETOR, G. N. THEATRE,

BY

HIS AFFECTIONATE

FRIEND

THE AUTHOR.

গ্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ ।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	...	ধনাঢ্য ব্যক্তি ।
নারায়ণচন্দ্র বসু	...	বেকার ভদ্রসহান ।
কাকালিচরণ	...	স্বর্ণকার ।
গিন্নি	..	অঘোর বাবুর স্ত্রী ।
কি	...	অঘোর বাবুর ।

বাক্সাল বাবু, বাউলের দল, ছোগরা ।

সংযোগস্থল—কলিকাতা ।

বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমি গ্রন্থকারের নিকট হইতে “চোরের উপর বাটপাড়ি” নামক এই পুস্তকের কাপি রাইট ১২৮৫ সালের ৪টা আশ্বিনে উচিত মূল্যে খরিদ করিয়া এক্ষণে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিলাম ; যদি কেহ আমার বিনা অনুমতিতে ইহা মুদ্রিত করণ তাহা হইলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন ।

সন ১২৮৫ সাল,

৮ই কার্তিক ।

{

শ্রী চন্দ্র কুমার দাস,

১১২ নং চিৎপুর রোড ।

“চোরের উপর বাটপাড়ি।”

প্রথম দৃশ্য—বাকালি স্বর্ণকারের দোকান।

(বাকালি ও একটি ছোগ্রা বর্ষে নিযুক্ত, নারায়ণ
বাবু উপস্থিত)

কাক্স। (গীত)

এনেছে লবীন আবার বাংলা মুলুকে ।

সে যে স্বাধীন হয়ে, করে বিয়ে,

কাল কাটাবে মনের সুখে ॥

ঘানির বিস্তৃষ্ট, জেনেছে মোহস্ত,

থাক্তে জিয়স্ত, পরলারীর লাম্‌টী

আনবে না মুখে ॥

হাঁ গা লারান বাবু লবীন কি এখন লাট সাহেবের বাড়ী
তেই আছে ?

নারা। উঁ হঁ ! শিম্লে কোন্ বাবুদের বাড়ীতে আছে।

কাজা। লিমাই বাবু বলছিল কি ট্যাম্পল না টোম্পল সাহেবের বাড়ীতে বাঁসা লেছে।

নারা। আরে না টেম্পল সাহেব—এই ছোট লাট সাহেব আর কি—নবীনকে দয়া করে খালাস দিয়েছেন।

কাজা। হাঁ গা লবীন, লবীন, লবীন, লবীনটী কেমন ?

নারা। কেমন আর, ভূমি আমি যেমন। যাহোক একটা হজুক করে অনেকে অনেক পয়সা রোজকার কল্লে—বিশেষ বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।

কাজা। হাঁ ঠিক ঠিক, আমি একবার চার আনায়া এক টিকিস্ করে মোহন্ত-লাটক দেখে এসেছি। আঃ ভায়া বা হোক, এলোকেশীকে কেটে লবীন যে কল্লে রক্তে রক্তপাৎ ! চরুকি ঘুরে পাগল হল, সেই খানটী বাবু আমায় বড় ভাল লেগেছিল।

নারা। আমি ঙ্গসব দেখেছি, আমার ফ্রি টিকিট ছিল, মোহন্তের রামায়ণ পর্যন্ত দেখেছি।

ছোগ। মোহন্তের রামায়ণ ?

নারা। আরে মোহন্তের ‘সাত কাণ্ড’!—ছোড়া নে ভামাক সাজ—বুবেছ হে কাজালিচরণ, যা বল বাবা, সে দিন যে মোহন্তের ঘানি করেছিল—বহুতাচ্ছা ! কোথা লাগে “সতী কলঙ্কিনী”

ছোগ। মিল্লিমশাই, এক টাকা দিয়া এক বোতল

মোহন্তের তেল আমি কিনে নে গেছলেম—ভেলটার যে কাঁজ
দু-দিনে বুল্লয়ের দাদ আরাম হয়ে গেল।

(অঘোর বাবুর প্রবেশ ।)

অঘো । কি হে কাকালিচরণ, কতদূর ?

কাকালি । কর্তাবাবু লম্কার । বসুন, এটু পচ্চিম ঘেসে
সরে বোস তো লারান বাবু ।

অঘো । তো বেটার কি “ন” বেরবে না ?

কাকালি । আজ্ঞে “লো” আমার কিছু কম এসে ? আপনি
জিনিসের কথা বলছিলেন ? এই রসানটা হলোই হয় ?

অঘো । সে কথা নয়—সেই সেই (ইঙ্গিতাভিনয়)

কাকালি । (কণেক অঘোর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া
পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয়) ওঃ মালের কথা ? সে ঠিকই আছে ।

অঘো । (ইঙ্গিতে নারায়ণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে
নিবেদ)

কাকালি । আঃ তা থাক, ও খুব তরের লোক, এই সকের
দল থাকে, বরং ওকে লিন খুব জোগাড়ে হবে, (কিছু অল্প
বারা টাকার ইসারা)

অঘো । বটে ! ওহে বাপু, ভুমি কি কাজ কর কর ?

নারায়ণ । আজ্ঞে, এই ট্র্যামওয়ে উঠে বাওয়া অবধি বেকার
বলেছিলেম, আবার ট্র্যামওয়ে হবে বলে ভাব্চি, মধ্যে দিন
আঠেক সেন্সসে ঠিকে খেটেছি—সেই অবধিই মিথির লড়ে
আলাপ, এইখানেই আপিস করেছিলেম ।

অঘো। তবে তুমি এই পাড়ায় সেন্স'স করেছিলে ?
তবে এখানকার সব জানা শুনে আছে—একটাক্ষ আভে
পারবে ? মিথ্রি যা বলছিল—ছিব্লেমো না কর তো বলি—
তোনার কিছু পাইয়ে দেবো।

কাক্স। ল। মশাই খুব ভয়ের আছে, এই সেদিন শাস্তি-
পুরে একটা কাজ শুচিয়ে এসেচে।

অঘো। বাহোবা ! খুব ভয়ের —নাট ফিকেট্‌ওয়ালা—
আচ্ছা লাগে, সিকি তোমার—কেমন হে কান্সালিচরণ ?

কাক্স। আজে তা হলেই যথেষ্ট হবে—ডেক !

নারা। কি বলুন না মহাশয়, তারপর দেখবেন কাজের
কাজী কি না ?

অঘো। কাজ আর কি হে বাপু ! ভেঙ্গেচুরে বলি—
হরতনের বিবিতে ইন্সাপনের টেকা ভুরুপ কর্তে হবে।

নারা। যদি গোলাম বাইরে থাকে ?

অঘো। তবে আর খেলওয়াড় কি ?

নারা। দেখা যাক্ তো বেয়ে চেয়ে—ভেঙ্গে চুরে সব
বলুন।

অঘো। (কণেক নারায়ণের প্রতি চাহিয়া) হাঁ,
পারবে পারবে না খেয়ে না দেয়ে চেহারাখানা করেছ
ভাল। কিন্তু বাবু নেমক্‌হারামি কর না ; দেখ সরে এস,
এই রাস্তা লম্বা ধরে গিয়ে, যে ডানহাতি গলিটে আছে জান,
সেটায় বেণু না, তার আগে আদু রসিটাক্ গিয়ে ময়রার

দোকান আছে জান, তারির তিন দরজা পশ্চিমে, মনে
পড়েছে কি ?

নারা । আজ্ঞে বুকেছি, ওপরে খড়্ খড়ে আছে তো ?

অঘো । হাঁ, আচ্ছা দেখ আজিই তুমি যেও (কাণে কাণে
কথা ও ইঙ্গিতাভিনয়—অনেক ঢাকাই ভক্তলোকের প্রবেশ ও
অলঙ্কার লইয়া স্বর্ণকারের প্রতি তর্জণ গর্জণ ও পরে প্রস্থান)
তার পর বা বা হয় পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো ।

নারা । আজ্ঞে কখন তবে দেখা হবে ।

অঘো । শোন বলি (কাণে কাণে কথা ও ইঙ্গিতাভিনয়)
এই ষোড়ের মাথার । তবে, দেখ ভুল না আমি এখন চলেম ।

নারা । আজ্ঞে তবে আমিও বাই ।

অঘো । কাকালি এখন চলেম হে, একে ভাল করে
বুঝিয়ে স্বজিরে দিও ।

[প্রস্থান ।

নারা । কেমন (ইঙ্গিতাভিনয়)

কাকালি । মন্দ নয়, আমাদের এই (অঙ্গুলি নাড়িয়া) হলই
হল । তবে তুমি যাও, দেখো মুখ থাকে বেন ?

নারা । হাঁ বাই ।

[প্রস্থান ।

কাকালি । চল হোগরা আমরা ও খাওয়া দাওয়া করিগে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাস্তা

(নারায়ণের প্রবেশ ।)

নারা। তাই তো, কোন্টা ঠাওরাতে পাচ্চিনে—তিন
রজা—রায়, দুই, তিন দরজা—এই যে ওপরেও খড়্ খড়ে
নাছে, এইটেই বটে; বাহোক্ এটু এদিক ওদিক করে দেখা
গিক। (শিব দেওয়া)

(একদল বাউলের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

বাঃ বেশ সুবিধা হয়েছে! বাউলের দল গান গাইতে গাইতে
শাদ্চে, পাড়ার সব লোক ছাতে উঠবে, আমারও দেখবার
সুবিধা হবে (পাইচারি)

(জানালায় গিন্নি ও নিচের দরজায় কির প্রবেশ)

কি। ওরে তোরা নতুন গান জানিস?

বাউল। জানি বই কি ঠাকুরগণ।

কি। তবে গা দেখি—ওপরে গিন্নি আছেন পরসাদেবেন্।

বাউল।

(গীত)

রাগিনী মুলতান—আড়ধেমটা।

বড় বেঙ্গায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব-বিদ্যালয়।

বাউলয় কন্যাদায়, বত গৃহস্থ লোকেতে মারা যায় ॥

হতে এস্তান পাস, চায় গো রূপার খাল গেলাম,

বিয়েয় সোনার ঘড়া গাডু,

এমেতে সর্বস্ব চায় ॥

চনের বাপ বর-কর্তারে, কহিছে মিনতি করে,

তোমার এ গাঁট কষার চাপন,

আমার ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয় ॥

ছি ছি বন্ধবাসীগণ, স্থগায় কি পোড়ে না মন,

নাচা পাঠির মতন করে কি বেটাবেটী বেচতে হয় ?

[প্রস্থান ।

(গিরি ও নারায়ণের পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয়)

গিরি । কি (ইঙ্গিতাভিনয়)

কি । (ইঙ্গিতাভিনয় করিয়া) ওগো বাবুটী আপনি
একবার এই দিকে আসুন ।

নারা । কাকে—জ্যা, জ্যা, আমাকে ?

কি । একবার এই দিকে আসুন, একটু দরকার আছে

নারা । কেন, কেন গা ?

কি । আসুন না বলি ।

নারা । (স্বগত) কপাল বৃষ্টি কিরলো ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য—অখোর বাবুর অন্তরঃ।

(গিরিও নারায়ণের প্রবেশ ।)

গিরি। এসনা ভয় কি? এখন কেউ আনবে না; তুমি পুরুষ মানুষ—তোমার এত ভয়?

নারা। না, না, আমি ভয় কচ্চিনে—তবে কি তোমার স্বামী যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তাই—

গিরি। অমন চের হঠাৎ এসেচে, আসে তখন তার উপায় হবে, সে তো আর তোমার ভাবতে হবে না এখন তুমি বস, আমোদ কর, আমি অমন গুজুগুজে লোক ভাল বাসিনে।

নারা। না, আমোদ করবোনা তো এলেম কেন? আমি তোমার কথা শুনে অবধি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিলেম, কদিন ধরে রোজু এই রাস্তার কতবার পাশি ঘেঁরেছি, আর এই খড়-খড়ি পানে তোমার আশায় হাঁ করে চেয়ে থেকেছি—বাড়ি খুঁজতে কন্ কষ্ট হয়েছে—রাম, হুই, তিন দফা।

গিরি। সে কি?

নারা। আছে বাবা! তোমার বাড়ীর ঠিকানা।

গিরি। সত্যি বলনা, আমার কথা তুমি কোথা শুনে?

নারা। তাই! পদ্ম প্রকৃতিত হলো কি সরোবরের সন্ধান বলে দিতে হয়? তার সৌরভই আমারকে টেনে আনে।

গিরি। বেশ ভদ্র, একহাত মিলে কিছ এ বে নীলপদ্ম।

নারা। জ্ঞতি কি? আনিও তোমার উপযুক্ত হইলান,
যত বরে তুমি নেগে প্রভু রামচন্দ্রকে উপহার দেব।

গিন্নি। না ভাই, আমার রামে শ্রামে কাজ নেই—তুমি
আমায় বাম হয়ো না। (হস্ত ধরিয়া) বাস্তবিক ভাই কে
জানে তোমার ঢোকে কি আছে, এক চাউনিতেই আমার
পাগল করের, কিন্তু ভাই তোমাদের বিশ্বাস কি, দু-দিন বাদে
চিন্তেও পার্কে না।

নারা। না ভাই, স্বার্থ বল্চি, তোমায় আমি ভুলব না,
তবে কি—

গিন্নি। বল না কি বলছিলে?

নারা। না, আমার মত লোকের এ কাজ পোষায়ওনা,
সাজেওনা।

গিন্নি। কেন? তোমার কি দাঁত পড়েছে না চুল
পেকেছে? (চিবুক ধরিয়া) এই ত দিকিটী!

নারা। তা না ভাই, ভদ্র লোকের ছেলে, হাতে না
পয়সা থাকলে কিছুই ভাল লাগে না—কার কথের চেষ্টায়
যুব, না আমোদ করব।

গিন্নি। কোথায় তুমি কাজ কর্তব্য কর্তে যাবে? তা হলে
তোমায় আমি দিনের বেলায় পারনা, তোমার বখান বা দরকার
হয় আমার বোলো—তাতে আর লজ্জা কি, আমার বা,
তা তোমারি।

নারা। (বগত) মন্দ নয়, আমার ওষুধ হই, তবে আর

ভাবনা কি (প্রকাশ্যে) ভাই আমার বা বলবে তাই কণ্ঠে
প্রস্তুত আছি, আজ অবধি আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে
রইলোম।

(নেপথ্যে দ্বারাঘাত)

নেপথ্যে। গিন্নি?

নারা। (সতরে) অ্যা—অ্যা! কি কি কি হবে?

গিন্নি। চুপ কর (নিজাবিকৃত স্বরে) অ্যা—যাই।

নারা। কি হবে, কোথা দিয়ে বেরুব?

গিন্নি। ভয় কি চুপ করনা, বেরবে আবার কোথায়?
যেই তোমার হুকুচি।

নারা। ও বাবা এই ঘরে!

গিন্নি। চুপ করনা—এস—যাও।

(টেবিলের নিচে নারায়ণের লুকান গিন্নির টেবি-
লের উপর টেবিল-রুদ্ধ রিস্তারণ ও
পরে দারোম্ভাটন।)

অঘোরের প্রবেশ।

অঘো। সাত ঘণ্টার দরজা খোলা হয় না—দোর দিয়ে
বনে কার সঙ্গে গর হচ্ছিল?

গিন্নি। যবের সঙ্গে, আর কার সঙ্গে—তুমি এতক্ষণ ছিলে
কোথায়?

অঘো। আমার মানান্ কাজ মানান্ বসবট।

গিন্নি। আর আমার কাছে বসে তোমার একটা কাজ

নয় ? আমি একলাটি থাকি কি করে বল দেখি ? ঘুমিয়েও স্মৃতির
নেই এমনি একটা বদ স্বপন দেখছিলাম ।

অঘো । (সহাস দত্ত বিকাশ করিয়া) ওঃ তাই বুঝি ঘুমিয়ে
ঘুমিয়ে বকছিলে ? আমি বলি বুঝি কার সঙ্গে গল্প করছিলে ।

গিন্নি । এমনি তোমার মনই বটে ! এখন জল টল থাকে ?

অঘো । না শরীরটে ভাল নেই, এখন কিছু খাবনা,
আসতে এটু রাত্তির হবে তাই বলতে এলাম ।

গিন্নি । না, না, রাত করনা মাতা খাও আমি একলা
থাকতে পারবনা ।

অঘো । না, বড় বেশি হবেনা ।

[প্রস্থান ।

গিন্নি । যেও না যেও না আমার মাথা খাও যেও না
ওগো যেও না, যাও অধঃপাতে যাও নিমন্তলার নতুন ঘাটে যাও
(নারায়ণকে বাহির করিতে উদ্যত) এস বেরিয়ে এস ।

নারা । গেছে নাকি ?

গিন্নি । হাঁ আর ভয় কি ?

নারা । না ভয় আর কি—খুব যা হোক ।

গিন্নি । বস, ভাল হয়ে বস ।

নারা । না তাই আজ আর থাক আমি আসি ।

গিন্নি । সে কি জল টল খাও—কি—

নেপথ্যে । বাই ।

[অলখাবার দিয়া বিরা বিদ্যমান ।

গিন্নি । এস জল খাও ।

নারা । না আজ আর থাক ।

গিন্নি । এই ত ভাই, তুমি আমার ভাল বাস না-ভা
হলে খেতে ।

নারা । না, না, খাচ্ছি ।

গিন্নি । তুমি ভাবচ কি ? এই খাও (মুখে তুলে দেওয়া)

নারা । তুমি খাও (উভয়ের আহ্বার) তবে আজ আম
আসি ?

গিন্নি । নিতান্তই কি না গেলে নয় ?

নারা । আমার এতু বিশেষ বরং আছে ।

গিন্নি । তবে কাল এমনি সময়-বরং এতু সকাল সকাল
আসবে, আমার মাতা খাও ।

নারা । ছি ওকথা কি বলতে আছে ? আমি আসব ।

গিন্নি । আসবে ?

নারা । আসব ।

গিন্নি । আসবে ?

নারা । আসব ।

গিন্নি । আসবে ?

নারা । আসব ।

গিন্নি । ভাই ঐশ্বর্য রইল তোমার কাছে । (নারায়নের
অজান্তরে নারায়ণের পকেটে একটা মণীবেগ প্রদান)

[উভয়ের প্রস্থান ।]

চতুর্থ দৃশ্য—রাস্তা ।

(অঘোর বাবুর প্রবেশ ।)

অঘোর । কৈ এখন তো আসছে না ? দেরি হচ্ছে কেন ?
বোধ করি লে বার নি । আমার সঙ্গে ঠিক পাঁচটার সময়
দেখা করবার কথা,—পাঁচটা ছেড়ে সাড়ে সাতটা হতে গেল,
কেন এত দেরি হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারিনি । পাছে
আমার দেরি হয় সেই জন্য বা আমি বাড়ীতে জল পর্যন্ত
খেলেন না, গিরি কত অসহযোগ করে তবুও এক হও দাঁড়া-
লেন না । বোধ করি ছোগ্রা সাহস করে বেতে পারে নি,
হলে মাহুর !—কাল্লানি যেমন সেকরার ঘরের বোকা তাই
হলে মাহুরকে ভোটালে । (চিন্তা) কিন্তু ছোগ্রা চালাক
আছে, চেহারাটাও মন্দ নয় ! কাজ যদি গোচাতে পারে,
তা হলে একবার ফারুচুন করে যাবে ; বা হোক দেখা যাক
(চিন্তা) ঐ না কে আসছে ? ঐ তো বটে হাঁসতে হাঁসতে
আসছে, বোধ করি সকল হয়েছে তা না হলে মুখে হাঁসি
আসতো না, দেখি ও এসে আমার ঘোঁরে কি না ।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

(অপার দিক দিয়া নারায়ণের প্রবেশ ।)

নারী । বাহবা কি বাহবা ! খাওয়ালে দাওয়ালে আবার
টাকা দিলে ? এ তো বেশ মজা ! বুড়ো বেটাতো আচ্ছা

চার আমার দেখিরেছে; কথার বলে “খোদা বব দেগা তো
হাপপড়্ ফোড়্কে দেগা” তাই হয়েছে আমার! ভেন
ট্যাগুওরে! আর চাকরির জন্যে সেন্সার খোশাবোদ কর্তে
যাব না—মাগীটা তো হাত হয়েছে, কিছু নেমকহারারি কর্তে
পারবো না, বুড়কে কিছু ভাগ দিতে হবে, একলা সব ভোগ
করা হবে না, তা হলে ধর্মে সবে না; বাহোক আজ এ টাকার
আমার বড় উপকার দেবে; টাকা বে আজি পাব তা তো
আশা করিনে।

অমো। (নিকটে আসিয়া) কিহে ভারি হানুতে হানুতে
আনুচ বে? ধপর কি?

নারা। ধপর মহাশয় খুব ভাল, মধ্যে আমার বড় রপোড়
হয়ে গেছে।

অমো। কি, কি, কি, ভনি বল দেখি।

নারা। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বলি শুধুন।

অমো। বল।

নারা। অনেক খুঁজেপেড়ে তো বাড়ি বের করেম, রাস, হুই
তিন দরজা, যেমন বলে দেহলেন—কি করি, সেইখানে বেড়াতি
আর শিব দিতি—এমন সময় এক দল বাউল গান গাইতে
গাইতে উপস্থিত—আমারও স্বরোপ হলো—বা ভেতুহিলেম
জাই—কি করে উপকার খড়খড়ে খুঁসে গেল—আর তার
ভেতর ঘোহিরি বৃতি—হুহনেরি চোক খেলতে লাগলো—এমন
সময় কি এনে আমার তেকে নে গেল—বাড়ির ভেতর চোকবা-

মাত্র গিল্লি খাতির করে ঘরে নে গিয়ে বসালেন— তারি কুঁড়ি,
বেন কত কালের আলাপ পরিচয়, এমন সময়—

অঘো। কি কি কি এমন সময় কি হল ?

নারা। বাড়ির কর্তাশালা এসে দরজার খাড়া—“গিল্লি,
গিল্লি”—বেটার বেন বাবাকলে গিল্লি—আমি ত আড়ষ্ট—
আকাট মেরে গেলেম—গিল্লি আমার হুনিয়ার দৃপ্তপাতে
আনেন না—আমার টেবিলের নিচের না লুকিয়ে রেখে—
সামনের কাপড়টা টেনে দিলে—সে বেটা এসে হুই একটা
কথা করে বিদায় হলো—সেও গেল গিল্লি আমার টেনে বের
করে—তার পর জলটল খাওয়া গেল—ডের মাথার দিবা
দিলে, কাল বাবার জন্যে। তার পর এই টাকার ব্যাপ
লুকিয়ে আমার পকেটে ফেলে দিয়েছে।

অঘো। (সন্দেহান্বিত স্বগত) তাইতো কি হলো এ
যে আমারি মণি-ব্যাগের মত দেখুঁচি—বেটা আমারি সর্বনাশ
করেছে না কি ? না, এমন ব্যাগও তো অনেকের থাকতে পারে
(প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঘরটা কেমন সাজানো বল দেখি ?

নারা। তা মহাশয় বেশ—কোঁচ আছে একখানা, একটা
টেবিল আছে—ঐ বার নীচে আমি লুকিয়ে ছিলাম—খান
কতক চেয়ার আছে, একটা সিঁক আছে, এক কোণে একটা
কিলের পিঁপে আছে।

অঘো। (স্বগত) বেটা বলে কি ? আমার আত্মীয়
করে ফুলেছে, অগা হুনিরে হুনিরে আমারি সর্বনাশ ! পরের

আমিন—ভাল, একজামিন কর্তে হবে (প্রকাশ্যে) ঠিক ঠিক
ঐ বটে, তা তুমি আবার কাল যাবে ?

নারা। বাব বই কি মহাশয়, আমার মাথার দিকি দিয়ে
ভিন সত্য করে নিরে তবে আন্ডে দিয়েছে।

অমো। তবে কাল বেণ্ড, ভাল করে আমার কথাটা
ছুলো, মাচটা খেলিয়ে ডেকার সাবধানে তুলতে পারলেই
তোমারও কাচু'ন কিরবে আমারও কিরবে।

নারা। মহাশয় এতে হুশো টাকা—টাকার আর নোটে
আছে ; তা আমার দিকি দিয়ে বাকি আপনি নিন।

অমো। না, না, তোমার এখন নিতান্ত অভাব, বেকার
অবস্থার আছ ও টাকা তুমিই নাও, যখন তারি দাঁও হবে
তখন তুমি ভাগ দিও।

নারা। এখন তবে আসি মহাশয়।

অমো। হাঁ আমিও যাই—দেখ ছুল না।

নারা। আজ্ঞে না, নমস্কার।

[প্রস্থান।]

অমো। আমার মনে যে বড় সন্দেহ হচ্ছে, বেটা কি
শেষকালে আমারি সর্জনশের যোগাড় করে! অ্যা!—
যাই হোক, কাল তাকে তাকে ধাক্কাতে হবে।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য—অঘোর বাবুর অন্দর ।

(গিন্নি ও নারায়ণ খাবার খাইতে উপবিষ্ট ।)

নারা । বলি আজ আবার আসবে না তো ?

গিন্নি । আসে তার উপায় করা যাবে ; দেখেছতো সাহস ।

নারা । তা তো খুবই দেখিয়েছ ।

গিন্নি । এস তাই আমরা দুজনে বৃন্দাবনে চলে যাই ।

নারা । বৃন্দাবনে যেতে হবে কেন, তুমি যেখানে থাক সেইখানেই বৃন্দাবন ।

গিন্নি । এক জিনিষ থাকবে ?

নারা । কি ?

গিন্নি । খাওতো বলি ।

নারা । তা তুমি যা দেবে তাই খাব, এখন তুমি আমার—

“অন্নদাতা ভগ্নদাতা

যস্য কন্যা বিবাহিতা”

গিন্নি । ঐ দেখ দেখি ঐ বেশ, এই আমি ভালবাসি (মদ্যের শিশি আনিয়া) তুমি এমনি করে আনন্দ করে কথা কও, তোমার কিসের ভয় ! যখন আমার কাছে আছ তখন মনে-কর গুড়ের মাঠের কেয়ার আছ । [মদ্য গ্রহণ]

নারা । অ্যা এ কোথেকে পেলো ?

গিন্নি। মিলে খায়, আমাকেও শিখিয়েছে, বলে তোর
“অবলের ব্যারামের উপকার হবে” আমি—“সেখো ভাত
খাবি, না হাত ধোব-কোথা?”

নারা। তবে তুমি প্রসাদ করে দাও।

গিন্নি। যদি আসে—আঃ, তা আমার মুখের কাছে
পারবে না (অর্দ্ধ পান করিয়া নারায়ণকে প্রদান)

নারা। (পানান্তে) বাঃ এ যে ত্রাণি! চাকুরি গিয়ে
অবধি যা কান্ধালির কাছে এটু আদটু বাকের খাটি খেতেম,
ত্রাণির টেট্ট তো ভুলেই গেছলেম।

গিন্নি। তবে আর এক গেলান খাও।

নারা। দাও, তোমার হাতে প্রাণ সমর্পণ করেছি,
কি দেবে দাও।

গিন্নি। (মদ্য পাত্রে ঢালিয়া)

(গীত)

“কি দিব কি দিব তোমায় মনে ভাবি আমি।

সকলকারির সকল আছে, আমার কেবল তুমি ॥”

নেপথ্যে। গিন্নি—গিন্নি?—দরজা খোল—জলদি।

নারা। (সতরে) আমার আদ্য-যে, কি হবে? ও গিন্নি?
আমি পেছিন্নকা কর, রেবা করেছে, কি হবে, তুমি না রাখলে
কে রাখেনো, তুমি আমার সব, তুমি আমার পক্ষে পাওয়ার
চোদ আনা।

গিন্নি। চুপ্ কর, চুপ্ কর, হুচে।

নারা। আর চুপ্ কর, আমি টেবিলের ভেতর বাই,
তুমি সামনের কাণ্ডটা টেনে দিও (টেবিলের মধ্যে লুকান্নিত
হওন)

গিন্নি না না আজ ওখানে নয়, এস এস এই—পিপের
ভেতর যাও।

নারা। পিপের ভেতর কি করে যাব?

নেপথ্যে। দরজা খোল না গিন্নি? দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে
রয়েছি উত্তর নেই।

নারা। ঐ—বাবা, শীঘ্র শীঘ্র—

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ—ওঃ—আ—আ—
(মৃদুস্বরে) যাও পিপের ভেতর যাও, ওতে বিলিতি মাটা
ছেল—ম্যা—ওঃ

(নারায়ণের পিপের মধ্যে প্রবেশ।)

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ—আঃ—(হারোল্ডটন)

(অঘোর প্রবেশ করিয়া টেবিল উলটান।)

গিন্নি। (পেট্-টিপিয়া) ওরে বাবারে! লেগে লেগে
আমি মরছি একে, আবার কোথা থেকে ছাই ভয় গিলে
মাতাল হয়ে এসেছে।

অঘো। মাতাল হয়ে এসেছে নই কি? বের কর? বের
কর—বের কর—

গিন্নি। অ্যা কি বলচ গো ; বোল, মাতার জল দিই ;
 আঃ—ওঃ—আপনার একতর বুকে খেতে পার না ?
 আঃ—ওঃ—ঘরে এসে খেলে হত না ?

অঘো । ঘরে এসে তোমার মাতা খেতে হবে ।

গিন্নি । আ—হা—হা—তাই খাও গো ; তাই খাও
 আমার হাড্ডা জুড়ুক, উঃ—উঃ—বড় বেদনা ! এটু ঐ
 তোমার ওষুধ খেতে গেলেম, তাও পড়ে গেল ওঃ—ওঃ—
 ওঃ—পেট্টা পেঁটে ধরে যে গাঃ—আঃ—(কাতর হইয়া কোঁচে
 উপবিষ্টা)

অঘো । আচ্ছা আমি বলন্ত বাবুকে পাঠিয়ে দিই গে,
 হু-মিনিটে ভাল করে দেবে এখন ।

গিন্নি । না গো না, লাগুর বিচিতে আমার কিছু হবে না,
আমার পেটে বেলের চারাবিলাতে হবে ।

অঘো । তবে, আমি কানাই বাবুকে পাঠাইগে, বেলের
 চারা হোক তালের চারা হোক যা হয় সেই দেবে ; আমি আর
 দেরি কর্তে পারিনে, দেখ্‌চি আমার একুল ওকুল হুকুল গেল—
 মোড়ের মাতার দেখি সে যদি আসে—হেঁ াড়া কি যে কচে
 কিছুই বুঝন্ত পাচ্চিনে ।

[প্রস্থান ।

গিন্নি । (কাতরস্বরে) ওঃ—ওঃ—ওঃ—(হাস্য) হা !
 হা ! হা ! আপনু ঘেছে, উনি মনে করেন ওঁর বড় বুদ্ধি ! উঁকি
 মাচ কি ? এস আমার আশের খন গিপের রতন ? (নারী-

[২১]

নং - ২৬৪
Acc ২২৬৪০,
২৬/১২/২০০৬

রণের পিপের মধ্য হইতে বাহিরে আসমন) বিলিতি বাঁজি
গারে নেগেছে বিলিতি জল খাও বুয়ে বাবে এখন—

নারা। না আজ আর নয় আমার নেশা হয়েছে; এখন
আমি রোজ আসবো—তোমার খুব বুদ্ধি।

গিল্লি। এ কায়ে বুদ্ধি আপনিই এসে পড়ে।

নেপথ্যে। মা ঠাকুরণ একবার এ ঘরে আসবে গা,
তা হলে ঘরটা পরিষ্কার করি।

গিল্লি। এস ভাই এস আমরা ও ঘরে বাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য—মোড়ের পথ।

(অঘোরের প্রবেশ।)

অঘো। তাই তো আমার যে বিবম সফল্যের কেনে কিছুই
তো বুঝতে পারিনে, টেবিল কেবিল তো খুব খুঁজলেম, কিছুই
তো নয়, আমার মিছে সন্দেহ, গিল্লি আমার চেহারা নয়—কত
কান্ডে লাগলো, ব্যারামটা হয়েছে বটে—উচ্চরঃ—মা না বুঝে
বাবার মত হয়েছিল। ডাক্তারদেরও দেখা পেলেম না হাই—
শ্রীটা গেছে কখনো, কখনো হয়েছে শ্রীটা কোথা, যেতি
রাতিরে পাই বদি। আজ একলা একনে জাকা কাল হুসি
কিছুই, তা মনে আমি কেই বুঝেও পারি না হুসি।



[২২]

এই যে আমার কথার "সারাংশ" জানতে—কি হে ভারি
কুর্তি হে? খপর কি? আজ আমার কথা কিছু যা ঘো-
দিয়েছিলে?

নারা। আজ্ঞে না, আজ পারি নি।

অথো। হুঁ—

নারা। আপনি হুঃখিত হবেন না, অচিরে ফল প্রসব
কর্মে—আমি আপনার কাজ খুব কচ্ছি—আমি নেমকহারার
নই, আজ হলো কি—

অথো। হাঁ হাঁ কি হলো?

নারা। সে হুঃখের কথা কবেন না শুধু। আজ ভো-
গিনের অলবোধ করলাম—হুঁড়িটা আমার খানিক ব্রাণ্ডি বের
করে দিলে—বলে আমার ভাতার অম্বলের ব্যারাম ভাল হবে
বলে আমার খেতে শিখিয়েছে—ব্রাণ্ডি এক গেলান খেয়ে
আর এক গেলান খাচ্ছি, এমন সময় তার ভাতার শাল্য এসে
পড়লো—হুঁড়ির ভারি বুদ্ধি—আমার আজ টেবিলের নিচে
না লুকিয়ে—আজ পিপের ভেতর লুকুলে—তার পর যেন ব্যাম
হয়েছে দেখিয়ে আ—ওঁ করে কপাট খুলে দিলে—মিলে এসে
টেবিলটা উল্টে পাণ্টে একেবারে—আমার কোথায় পাবে—
তার পর হুঁড়ি উল্টে তাকে হাতাক বলে ধমকালে—মিলে
ভাতার ভাততে গেল—আমি আবার বের করে অন্য ঘরে
গিয়ে আবার আলাপ করলাম—

অথো। (স্বপ্নত) কি স্বপ্ন কি এ? আমি তারহুজি

খেল দেখিচি না কি ? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা তার বামীকে তুমি দেখেচো ?

নারা। না মহাশয়, গোরুরেটা বডকণ হকার কাড়ছিল, আমি তডকণ কেবল পিপের পতরু' গুণছিলেম।

অথো। (স্বগত) আজ্ঞা! আর এক দিন দেখবো (প্রকাশ্যে) দেখ কাল তুমি আমার কথা পাড়তেই চাও, কাল তুমি ঠিক তিনটার সময় বেও, আমার সঙ্গে এখানে তিক চারাটর সময় দেখা হবে—হাঁ আজ আর কিছু দেচে ?

নারা। আজ্ঞে না, পরশা কড়ি কিছু দেয় নি, আর রোজ রোজ !

অথো। হাঁ—হাঁ—তুমি যাও।

[নারায়ণের প্রস্থান।]

বার, বার, তিন বার ! কাল এম্মার কি এম্মার ! ! কিউ ঐ ঘরে কোথায় ছুকবে ? বাই কাল আমি সাড়ে তিনটার সময় হাজির হচ্ছি।

[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য—অথোরের অক্ষর।

(নারায়ণ ফারাক খাইতেছে।)

নারা। “মনবানে কেনে বই জানবানে পড়ে।

জানবির মোড়া লয়ে অশ্বরেতে চড়ে।”

দিলবন্ধু দিখা ঠিক বলে গেছে পরের ভালকে কি মৌরস
বন্ধবস্তই আমার হয়েছে—তবে বুড়ো বেটাকে কিছু কিছু
শলাগি দিতে হবে, তা দিলেই বা ! গিন্নির আমার উপর যে
রকম নেক নজর দেখুটি, এখন এ বাড়ী ঘর দোর সব আমারই,
বুড়োটা রোধ কর আমার কিছু সন্দেহ কচ্ছে, তা তাকে
টাকা কড়িরই ভাগ দেব—গিন্নি আমার !

(জলখাবার লইয়া গিন্নির প্রস্থান ।)

গিন্নি । এস জল খাও, খেয়ে দেয়ে—

নেপথ্যে । গিন্নি ও গিন্নি—

নারা । আজই আমার কবোর, টেবিল গেছে, পিঁপে
গেছে এয়ার কোথায় যাব ?

নেপথ্যে । গিন্নি, গিন্নি—

গিন্নি । ঘাই, সবুজ সরনা ? (মুহুরে) এস এস (ব্যস্তভাবে)

নারা । কোথা যাব ? গেটি যে, আজ যে মিন্সের
ভারি চড়া মেজাজ ! আজ পেলেই আমার কীচক বধ কর্কে ।

নেপথ্যে । কচ্চ কি ? দরজা খোল না ? ঘরে কে আছে
সুবি ? এখন পার কর্তে পার নি ?

গিন্নি । হাঁ আছে তোমার ঘর—বে তোমারি ঘাড় ভাঙবে,
কাপড়ভা পরতে তর বর যা—

নারা । ওসে কোথা যাব মোঃ শিল্পের যাব, না যাঁটি
হুদলাবে ? আর তো আরনা দেখিলে

গিন্নি। এস এই সিঁড়কের ভেতর যাও।

নারা। সিঁড়কের ভেতর?

নেপথ্যে। ভাংলেন দরজা, চালাকি? আমি ঐ কর্ত্ত্ব করে
বেড়াই, আমার সঙ্গে চালাকি! আমার কাজ হল ঐ——

নারা। গেল গো, গেল গো! গিন্নি রক্ষা কর গো,
আমার টাকা কড়ি দরকার নেই—কিছু চাইনি, তুমি আমার
প্রাণে বাঁচাও গো——তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ! খুড়ো, জেটা,
পিশে, ঠাকুর-দাদা! এই হেঁপায় শান্তিপুর ছেড়েছিলেন।

গিন্নি। ভাল অজবুক! এস, এবার না বাড়ী ছাড়লে
চলবে না, বড় বাড়ী বাড়ি দেখচি—সন্দেহ করেছে—যাও এই
সিঁড়কের ভেতর যাও—

(নারায়ণের সিঁড়কের ভিতর প্রবেশ ও গিন্নির

দ্বারোদ্ঘাটন ও অঘোরের বেগে প্রবেশ।)

অঘো। (পিপা গড়াইয়া টেবিল উল্টাইয়া প্রহার)

গিন্নি। কি হয়েছে কি? খুঁজ কি? দেখচ কি?

অঘো। কোথায় লুকোচি বল? দরজা খুলতে দেখি
হল কেন?

গিন্নি। হলো তোমার প্রাণের আরোজন কচ্ছিলেন
বলে—তোমার অলখাবার সাজাচ্ছিলেন।

অঘো। অলখাবার সাজাতে সাজাতে কি দরজাটা
খোলা কর না?

গিন্নি। কৰ্ত্তে পায় না এলে গিন্নিপনা? আমার এমন স্বভাব নয়, আমি হাতের কাষ না সেরে অন্য কাষে হাত দিই না! এর আদ খানা ওর আদ খানা আমার ভাল লাগে না—

অঘো। রেখে দাও তোমার ছেনালি, আমি ও সব শুন্তে নেই চাতা হায়! বেয় কর?

গিন্নি। বেয় করা স্বভাব তোমার! তুমিই বেয় কর—
পরের বউ কি বার কৰ্ত্তে তুমিই খুব তয়ের!

অঘো। এ সব জলখাবার তোমার কোন বাবার জন্তে—
গিন্নি। এই তোমার—তোমার!

অঘো। ও সব কথা আমি শুন্তে চাইনে, কোথা আছে বল? নইলে—

গিন্নি। নইলে কি (ক্রন্দন) মারবে নাকি? মার, মেরে মারুব না হলে তোমার আর জোর খাটবে কোথায়?—
আমার স্বামী হয়ে আমার উপর সন্দেহ করে! যদি সন্দেহ করেছ, আর তোমার ঘরে আমার থাক। উচিত নয়, আমায় রেখে এস, বাপের বাড়ী, তারা পেটেও আরগা দিচ্ছে হাড়িতেও আরগা দেবে, আমার শাওড়ী তো আমার নিতান্ত ভোমের চুবড়ি ধুয়ে আনে নি।

অঘো। যাও বাপুকা বাড়ী, আমি নেই চাতা হায়! তোমার মত বাপ আমার চের মিলে গা—আমার বেয়াল গরম হয়ে গেছে—

গিন্নি। আমি এখনি বাপের বাড়ী যাব, এত অপমান !
 আপনার স্বামীর হাতে এত অপমান ! আমি যেমন ভাল
 আছি, আজকের বাজারে এমন কে থাকতে পারে ! রেখে
 এস আমার বাপের বাড়ী, নইলে এখনি, আমি গলার দড়ি
 দেব—

অঘো। আচ্ছা আমি ডোনেকেরার করিনে, এখনি
 পাঠিয়ে দিচ্ছি—

গিন্নি। পাঠিয়ে দিচ্ছি নয়, আমি একবারে “ফারখৎ”
 চাই আমি মনে করছি। আমি রাঁড় হয়েছি, তুমি নিজে
 আমার রেখে এস (ক্রন্দন)

অঘো। কি ? আমার নিজে রেখে আসতে হবে ?
 —আমার খুব সন্দেহ হয়েছে আমি আর তোমার চাই না,
 ভাল, নিজেই রেখে আস্চি !

গিন্নি। এই নাও তোমার জিনিস পত্র, আমি চাইনে
 (অলঙ্কার মোচন) আমার বাপের বাড়ীর জিনিস আমার
 বুঝিয়ে দাও ।

অঘো। নেজাও তোমার বাপের বাড়ীর জিনিস, তোমার
 কি কি আছে আমি চাইনে ! তোমার আমার এই পর্য্যন্ত—
 দুটে ডাক্তো কে আহিন—

গিন্নি। হ্যাঁ, হাট বাজারে গোল কর দুটে ডাক্তো—তবে
 আমিও রাস্তার দাঁড়িয়ে ডাকি, যখন আমার ভাতার আমার
 ভাগ করেছে, তখন আর আমার লজ্জা কি ?

অঘো । না না না, কি কর্ক বল এখন ?

গিন্নি । তুমি নিজে চল—“কারখৎ” হতে হয় চুপি চুপি
হোক—

অঘো । চল তাই চল, তোমার বিদের কল্লই আমার হল ।

গিন্নি । নাও ঐ আমার বাপের বাড়ীর সিদ্ধুক নাও
মাথার করে, ওতে আমার সব আছে ।

অঘো । (তথা করণ) চল, ইস্ ! যে ভারি, ও বাবা—

গিন্নি । আমার মা গরিব নয়, কত জিনিস দিয়েছিলেন
জান তো—

অঘো । এঃ হে হে হে ! এ জল পড়ছে কোথা থেকে—

গিন্নি । ঠেকার কোরো না ! ও বড় জিনিস, মা তারকে-
ষরে গেছিলেন, চন্ডামেজ দেছিলেন, জুপ্পাণি জিনিস—তাই
বুঁকি পড়ে গেছে—

অঘো । অঁঃ ! বাবার চন্ডামেজ আতা—হা—

(জিন্সাদারা লেহন)

[প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য—রাস্তার মোড় ।

(অঘোরের প্রবেশ ।)

অঘো । বাপের বাড়িতে তো মেয়ে এসেছে, যিনি তারি
চটেছে, লাক্সা আমি তো কিছুই বুঝে পাকিচি । নতুন

ছোঁড়া রোজ রোজ এসে যা রলে তাত আমার নিজের সঙ্গে
মিলে যায়। কিন্তু আর কারোর কি ঘর নেই, চেয়ার নেই?
আমিই কেন সন্দেহ করি—নারায়ণ ছোঁ আমার কিছু ছাপে না।
এক ডিমের কাজের জন্য কি আমি গৃহশূন্য হলেম? কাল
গিষে গিল্লির পায়ে ধরে আনবো। রাগ বড় বদ জিনিস—

নচ রাগাৎ পর রিণু—

সবই আমার দোষ! নারায়ণ ভাল, গিল্লি ভাল, আর আমার
কাজও ভাল। আমি আমার দোষে সব নষ্ট করছি! এদিক
ওদিক ঘা করি—গিল্লিকে কাল ঘরে আঙুই হবে।

[নারায়ণের প্রবেশ।]

বল তো বাবা আজকের খপর কি?

নারা। আজকের খপর পেছাপ।

অঘো। পেছাপ কি? আমার ভাষা ভাল লাগে
না—আমার মন বড় খারাপ হয়েছে, বড় ভাবনা হয়েছে—

নারা। আর কাল থেকে ভাবতে হবে না। ছুঁড়ির
ভাতার শালার বেটা শালা কদিন বড় উৎপাত করেছে,
কিন্তু আজ যেরে মাছের কাজ শুচিরে এসেছে—

কাল থেকে আমার রান-রাজ্য।

অঘো। কি ব্যাপার মন, কি বল দেখি?

নারা। আজ ছোঁ মহাসমর হবে মাজ তামাক পাড়ি—গিল্লি
জল খাবার উভয়ের করে এনেছেন—ছুঁড়ির ছাতার একদম সমর

বেটা খুব রেগে উপস্থিত—আমার তো ভরে পিলে চমকে
 গেল—টেবিল গেছে, পিপে গেছে, আজ কোথা লুকুই—
 ছুঁড়ির বুদ্ধিকে বলিহারি যাই—আমার কন্ করে তার সিদ্ধ
 কের ভেতর লুকুলে—ভাতার বেটা এসে পিপে, টেবিল
 উল্টে পার্টে খুঁজতে লাগলো—তার পর দুজনে বকাবকি
 করে বগড়া করে—তার পর ছুঁড়ি বলে তুমি যদি আমার
 সন্দেহ কর তো আমার ফারখৎ লিখে দাও—মিলে তাতেই
 রাজি হলো—তার পর ছুঁড়ি বলে গোলযোগ করো না—
 লোকে কি বলবে—তুমি আমার বাপের বাড়ির সিদ্ধক মাথার
 করে আমার বাপের বাড়ি রেখে এস, মিলে তাতেই রাজি—
 সিদ্ধক মাথার করে সে চলো—আমি ভরে আড়ষ্ট! শেষ
 মহাশয় আমি ভরে পেছাপ করে ফেল্লম, তা ছুঁড়ির কথায়
 মিলে তাই তারকেখরের চন্ডামেজ বলে চাটলে—হা—হা—হা
 (হাস্য) এখন আমার নিশ্চিন্তাও সংসার!

অম্বো। পেছাপ করে দিয়েছিলি? অ্যা—

নারা। ভরেই দিয়েছিলেম, সাথে দিয়েছিলেম—

অম্বো। অ্যা—পেছাপ! বলি কি রে শালা! ওরাক ধু:

নারা। মহাশয় আপনাইতো স্মৃতিধা! পাঁজি বেট

পেছাপ খেয়ে মরেচে—

অম্বো। অ্যা—পেছাপ—পেছাপ! শুধেগোর বেট

পেছাপ—ওরা:। ওরা!! ওরাকধু: ধু:!!! (এবার)

নারা। উঃ! একি মহাশয় খেপলেন না কি? সে আপ:

নার কে ? তার মুখে পেছাপ করেছি, বেশ করেছি, তাতে
আপনার কি ?

অঘো ! সে আমার বাবা রে শালা ! পেছাপ করেছ—
হুওয়াক খুঃ ! আমার গুটির মাথা করেছ ; আমার সর্বনাশ
করেছ—শালা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা !—আমারি ঘরে
এই রে বেটা ? রেজলা হারামজাদা ! (প্রহার)

নারা । [প্রহার খাইতে খাইতে প্রস্থান !]

ওঃ ! এতকাল এই কাজ করে এলেম, শেষ এই হল ?
অঘোর যুকুম্বোর নাম ভুবনো ? বাবু মহাশয়গণ ! আমি
যেমন হুর্কুদ্বিক্রমে তন্ত্রলোকের মেয়েদের ওপর নজর দিভেম,
গিরি আমার তেজি মুখের মতন জুতো দেছেন—তন্ত্রলোকের
ছেলের ওপর নজর দেছেন এখন—

সভ্যগণ এসে দিন চুণ কালি গালে ।

“ চোরের উপর বাটপাড়ি ” হল মোর ভালে ।



বাগবাজার বীডিং লাইব্রেরী

ডাক সংখ্যা.....

পরিগ্রহণ সংখ্যা.....

পরিগ্রহণের তারিখ

